আড়াল

আসিফ মেহ্‌দী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : ডা. মৌবীণা জ্যাকলিন বারি

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Aral by **Asif Mehdi**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95024 3 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

করোনার দুর্যোগে তখন আমি হোম কোয়ারেন্টাইন্ড্। সেই মুহূর্তে আমার জীবনে নেমে এলো আরেক দুর্যোগ! স্বনামধন্য শিশু-কিশোর পত্রিকা 'কিশোর পাতা'র ঈদ সংখ্যার জন্য আস্ত একটি উপন্যাস লেখার চাপ দিতে শুরু করলেন পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক। শাপে বর হলো বলা যেতে পারে! কারণ, লিখে ফেললাম বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই বিজ্ঞান কল্পকাহিনি। জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো ঈদ সংখ্যায় প্রকাশ পেল আমার লেখা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। প্রায়ই তাঁর লেখা দেওয়ার তাগিদ, আমাকে করেছে ঋণী। অশেষ কৃতজ্ঞতা ও নিরন্তর শুভকামনা—

কবি মোস্তফা মাহাথির

লেখকের গ্রন্থ

সায়েন্স ফিকশন
আড়াল
ট্রুপিটু : পৃথিবীর মহাবিপদ!
তরু-নৃ
হ্যালু-জিন
এলিমোন
হিগস প্রলয়
ফ্রিয়ন
সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

উপন্যাস
বধির নিরবধি
মায়া
অপ্সরা
অপ্সরার স্পর্শ
অপ্সরীরী

সাইকো থ্রিলার
নিলীন

ছোটোদের গল্প
গিগাবাইট দৈত্য

গল্পে আনন্দে বিজ্ঞান
মহা আবিষ্কারের মজার তথ্য
চোখের তারায় তারার মেলা
সবুজ পাতায় রান্না
সালোকসংশ্লেষণের তেলেসমাতি

রম্য
বেতাল রম্য
রস+আলো রম্য প্রথম পর্ব
রস+আলো রম্য দ্বিতীয় পর্ব

ভূমিকা

বিশেষ একটি চমকপ্রদ বিষয় (আগেই জানাচ্ছি না) নিয়ে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখব— এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতিশীল এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার প্যারালালি এমন একটি কঠিন বিষয়ের ওপর লেখা নিতান্তই উচ্চাশা! করোনার দুর্যোগে ঘরবন্দি থাকাকালীন বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করার সময়টুকু পেয়ে গেলাম। প্রায় এক মাস দিনরাত গবেষণা চালালাম। ফলাফল— সায়েন্স ফিকশন 'আড়াল'।

সায়েন্স ফিকশন নিয়ে আমি বেশ কিছু পরীক্ষামূলক লেখা লিখেছি। তার মধ্যে একটি হলো— সায়েন্স ফিকশন ও ম্যাজিক্যাল রিয়েলিজমের মধ্যে ব্লেন্ডিং ঘটানো। এর আগে এই কাজ করেছি তিনটি বইয়ে : তরু-নৃ, নিলীন, ট্রুপিটু:পৃথিবীর মহাবিপদ! বইগুলো পাঠকবন্ধুরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসেও ঘটিয়েছি জাদুবাস্তবতা ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনির মিশ্রণ। তাই আমার গভীর আশা; 'আড়াল' পাবে পাঠকবন্ধুদের ভালোবাসা!

আসিফ মেহ্‌দী
উত্তরা, ঢাকা।
সেপ্টেম্বর, ২০২০

'চিকুনগুনিয়া এখন মহাখালীতে।' বলল বাবু।

ছেলেটার সময়জ্ঞানে কিঞ্চিৎ সমস্যা আছে। সময়জ্ঞানহীনতার এই রোগের নাম দিয়েছি 'পাঙ্কুসিস'। এ অসুখে পাঙ্কচুয়ালিটির কোয়ালিটি নেমে যায়, সব কাজে বিলম্বভাব দেখা যায়! পাঙ্কুসিস হওয়ায় নাজু প্রতিটি কাজেই দেরি করে। আজ ওকে ছেড়েই ট্রেনে চড়তে হবে মনে হচ্ছে। আমরা তিনজন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছি ঘণ্টাখানেক আগে। সন্ধ্যা সাতটায় ট্রেন। মাত্র দশ মিনিট বাকি; অথচ চিকুনগুনিয়া ওরফে চিকু এখনো মহাখালীতে। শেষমেশ 'চিকু, খুব ভালো বন্ধু ছিল' বলে ট্রেনে চড়ে বসতে হবে।

আমরা চার বন্ধু পড়াশোনা করছি বুয়েট নামক ভদ্রপল্লিতে। ভদ্রপল্লি বলার কারণ, মানুষের ধারণা— ভদ্রগোছের ছেলেমেয়েরা দেশের এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। আমাদেরও একই ধারণা! তাই 'স্ট্যাচু অব ভদ্রছেলে' টাইপের ভাবমূর্তি বুকে ধারণ করে চলাচল করি। সব ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন আমাকে করে তুলেছে অস্বাভাবিক, অস্থির! কিছুদিন হলো কিম্ভূতকিমাকার এক স্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো স্বপ্ন বলাও ঠিক হচ্ছে না। স্বপ্ন তো রং, ঘ্রাণ, প্রাণস্পন্দনে এতটা বাস্তবিক হয় না। অদ্ভুতুড়ে কিছু ঘটছে আমার সঙ্গে! রাস্তায় দেখা যায় 'তেলাপোকা মারুন, ছারপোকা মারুন' এসব বলে ক্যানভাসিং হয়। কখনো যদি দেখি 'দুঃস্বপ্ন মারুন' বলে কেউ ওষুধ বিক্রি করছে, তাহলে মনে হয় আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছি আমরা। একই ডিপার্টমেন্টে পড়লে কী হবে, আমাদের পছন্দের ক্ষেত্র একদম ভিন্ন। প্রথমেই বলা যাক চিকুনগুনিয়ার কথা। ওকে আমরা 'চিকু' বলেই ডাকি। চিকু নামটির

জনপ্রিয়তার কারণে আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। গতবছর চিকুনগুনিয়া হওয়ার পর থেকে বেচারা এই নামপ্রাপ্ত হয়েছে! ছেলে ভালো; শুধু সব কাজে দেরি করে— এটাই সমস্যা। ওকে নিয়ে সবাই মজা করে। যেমন— বিয়ের স্টেজে চিকু কবুল বলতে দেরি করবে আর সেই ফাঁকে অন্য কেউ কবুল বলে ফেলবে— এই টাইপের হালকা মজা! দেরি করার রোগ থাকলেও চিকুর অসাধারণ জ্ঞান আছে মেডিক্যাল সায়েন্সে। মেডিক্যাল কলেজেও চান্স পেয়েছিল চিকু। সেখানে ভর্তি না হয়ে কেন যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, তা সে-ই জানে। এর পেছনে হয়তো গোপন কারণ— মেডিক্যালে পড়তে হয় বেশি আর অলস চিকুর পক্ষে সেই পড়ার ধকল সামলানো সম্ভব না। খামখেয়ালিপূর্ণ হওয়ায় চিকুর প্রতিভা কখনো কাজে লাগতে দেখিনি।

চিকুর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ রাখছে বাবু। বাবুর সম্পর্কে বলা যাক। এটি ওর আসল নাম না। তাছাড়া বাবু কিন্তু ছেলে না! বাবু নামের পূর্ণরূপ 'বাস্তববাদী বুবলি'। আমাদের দলের বাকি তিনজন যখন আলাভোলা গোছের, তখন বাস্তববাদী এমন একজনের প্রয়োজনীয়তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এযাত্রায় বাবু না থাকলে দেখা যেত, বাকি তিনজন ভুল করে তিন ট্রেনে উঠে বসেছি! গতবছর একটি ট্যুরে বাবু ছিল না। ব্যস, ঘটনা যা ঘটার, তাই ঘটল। আমরা আলাভোলা তিনজন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ভুলেভালে তিনটি ভিন্ন বাসে উঠে পড়লাম। চিকু পৌঁছল রাঙামাটি, ডিএফ বান্দরবান আর আমি খাগড়াছড়ি!

এবারের ব্যক্তি, ডিএফ। আসল নাম উজ্জ্বল। আমাদের চার বন্ধুরই আসল নাম অচল মুদ্রার মতো হয়ে গেছে। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম আছে কিন্তু বন্ধুরা তা ব্যবহার করে না। ডিএফ-এর পূর্ণরূপ 'ডমেস্টিক ফরেনার'। তাকে এভাবে ডাকার কারণ, ডিএফ দেশে থাকলেও সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখে। সুইজারল্যান্ডের টানেলগুলোতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, ইতালির পাহাড়গুলোতে যাতায়াতের জন্য কী ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, জার্মানিতে এ মুহূর্তে কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা চলছে, আমেরিকাতে বিজ্ঞানের

কোন টপিকে বর্তমানে মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ— ইত্যাদি সবই তার জানা!

সবশেষে, নিজের কথা। আমার আসল নাম নাই বা বললাম। লেখালেখি করতে ভালোবাসি। যেখানে যাই, লেখার রসদ সংগ্রহ করি। লেখালেখির কাজে লাগে বলেই যে-কোনো স্থানে গেলে প্রচুর ছবি তুলি। সেলফি তুলতেও ভালোবাসি। মোবাইলে একটু বেশিই সেলফি-কুলফি তুলি বলে আমার নাম হয়ে গেছে 'কুলফি কবি'। শুধু প্রথম বর্ণগুলো ব্যবহার করে এখন সবাই ডাকে 'কুক'। ক্যাপ্টেন কুক-এর কাহিনি আমার জানা। ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পা রাখেন। তাকে বলা হয় অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারক। এছাড়াও সেসময় নাবিকদের জন্য মৃত্যুর বড়ো কারণ ছিল স্কার্ভিরোগ। কুক সাহেব এই প্রাণঘাতী রোগের পথ্য আবিষ্কার করেন। পথ্য হিসেবে 'ভিটামিন সি' যুক্ত খাবার, লেবু বা কমলা খাওয়ার কথা বলেন। এসব কারণে কুক নামটি আমার ভালোই লাগে। মনে হয়, নামটার মধ্যে ভাইটামিন আছে!

টার্ম ফাইনাল শেষ হয়েছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। চিকু, বাবু, ডিএফ এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, ঘুরতে বেরোব। আমাদের অবস্থা অনেকটা 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' টাইপ। এই দুরবস্থা দূর করতে টার্ম শেষে আমরা মিটিংয়ে বসলাম। আমি সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম, চিকু পাহাড়-পাহাড় করে খানিক চ্যাঁচাল আর ডিএফ অন্য শহরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির খোঁজ করতে চায়। শেষমেশ বাস্তববাদী বুবলি জয়যুক্ত হলো। তার কথামতো আমরা যাচ্ছি সুন্দরবনে। বাবুর ভাষ্যমতে, আমরা সুন্দরবনের পেটের মধ্য দিয়ে চলে যাব একেবারে জঙ্গলের দক্ষিণ-পূর্বদিকের কটকা পয়েন্টে। সেখানে আরও গভীরে গিয়ে নিজের চোখে দেখব কীভাবে গহিন অরণ্যে আছড়ে পড়ছে উত্তাল বঙ্গোপসাগর।

গা ছমছম করা খাল, বাঘ-হরিণের আবাসভূমি ঘন বনাঞ্চল, বুনো সমুদ্র— সবরকম তৃপ্তি মেটাবে এই ভ্রমণ! এমনকি সুন্দরবনে যাওয়ার আগে একটি দিন খুলনা শহরে ঘোরাঘুরির ব্যবস্থা করবে বাবু। সুতরাং, শহরও দেখা হয়ে যাবে। শুধু পাহাড়টা বাকি থাকবে এযাত্রায়। গত ট্যুরে

তিনজন তিন পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছেছিলাম বলে পাহাড় দেখা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলাম না। তাছাড়া বাবু কোনো পরিকল্পনা করলে তাতে বাগড়া বাধানো বুদ্ধিমানের কাজ না। কারণ, সব বন্দোবস্ত তো সে-ই করে; আমরা টাকা দিয়েই খালাস। দলে তিনজন ছেলে থাকা সত্ত্বেও ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে শুরু করে যাতায়াত-থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা-সহ সবকিছু হিসাবের গুরুদায়িত্ব সানন্দে মাথা পেতে নেয় দলের একমাত্র বাস্তববাদী মানুষ বাবু।

সাতটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। চিকুর সঙ্গে আরেকবার কথা বলল বাবু। সিএনজিতে শর্টকাট রাস্তা ধরে আসছে। তারপরও আরও দশ মিনিট লাগবে। দশ মিনিট কেন; আধাঘণ্টা পরে এলেও কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, যে ট্রেনে আমরা খুলনা যাব, সেই ট্রেনই পাঙ্কুসিসে আক্রান্ত। বিলম্ব হওয়ায় এখনো প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছেনি। বাবু চিকুকে বিষয়টা জানিয়ে দিলো আর আমাকে বলল রাতে খাওয়ার জন্য কিছু খাবার কিনে আনতে। আমি খাবার কেনার জন্য রেলওয়ে স্টেশনের ফুডশপের দিকে পা চালালাম।

খাবারের দোকানে ফলও বিক্রি হচ্ছে। তবে ফলের সাইজগুলোর অবস্থা আমার স্বপ্নের মতোই উলটাপালটা। বড়ো ফল হয়ে গেছে ছোটো, যেমন— কমলা। আবার ছোটো ফল হয়ে গেছে বড়ো, যেমন— কুল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু আকৃতি না; অনেক কিছুর স্বাদও পালটে গেছে। যেমন— পটেটো ক্র্যাকার্সে এখন আর ছেলেবেলার মতো স্বাদ পাই না; কেমন যেন আলুহীন মনে হয়! এসব না নিয়ে রিং চিপস নিতে ইচ্ছা করছে। ছোটোকালে পাঁচ আঙুলে পাঁচটা রিং চিপস ভরে একটা করে খেতাম। রিং চিপস শুধু আমার জন্য এক প্যাকেট নিলাম। বাচ্চাকালের চিপস ওদের জন্য নিলে হাসাহাসি করতে পারে। সবার জন্য নিলাম ফ্রুটকেক, বিস্কুট আর কলা। পানীয় হিসেবে ম্যাংগো জুস ও পানি।

ট্রেন নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পর এলো। তার আগেই পৌঁছে গেছে চিকু। সবাই যার যার ব্যাকপ্যাক, হ্যান্ড লাগেজ বা ট্রলি ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়লাম ট্রেনে। সবকিছু কেমন যেন অগোছালো মনে হচ্ছিল; কিন্তু যখন ট্রেনের আসনে বসলাম, তখন মনে হলো কী সুন্দরভাবে সব গোছানো হয়ে গেছে! বাবুর এক আঙ্কেল রেলওয়ের কর্মকর্তা। বগির মাঝামাঝি যে চারটি

সিটের তিনি ব্যবস্থা করেছেন, তা সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। একটি টেবিলের দুই পাশে তিনটি করে চেয়ার। আমরা দুজন করে টেবিলের দুই দিকে বসে পড়লাম। মাঝের চেয়ারদুটো ফাঁকা রেখে দুই পাশের চেয়ারে আরাম করে বসলাম। যে-ই আসুক, তার আর বসার উপায় নেই, এমন একটা ভাব নিয়ে বসে থাকলাম। জীবনের সূত্রানুসারে, আরাম আর ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের নানা সূত্রের মতো এগুলোরও সূত্র আছে। হয়তো ভবিষ্যতে মানুষ সেসব সূত্র আবিষ্কার করবে। নাম হবে 'দা থিয়োরিস অব আরাম' কিংবা কষ্টোলজি চ্যাপ্টারে থাকবে 'দা ফরচুনস অব ভাবস' (ভাবের ভাগ্য)!

এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠল দুই বান্ধবী। রাত আটটা বারো মিনিটে আমাদের আরাম ও ভাবের বারোটা বাজাল তারা। আমাদেরকে পাত্তাই দিলো না। সিট নম্বর দেখে বলল, 'সরে বসেন।' দুজনের সিট টেবিলের দুই পাশে। যতটা ভাব নিয়ে বসেছিলাম, ততটা অসহায়ের মতো সিট দুটো ছেড়ে দিতে হলো। আমাদের দলের অন্যরা বিরক্ত কিন্তু আমি বিস্মিত! শুধু বিস্মিত বললে ভুল হবে; এ বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। আমার পাশে যে মেয়েটি বসল, তাকেই আমি দেখি সেই দুঃস্বপ্নে! বাস্তবে আজই প্রথমবারের মতো মেয়েটিকে দেখলাম। এ তো আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না; অন্যদের কীভাবে বলব!

'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে' গানটা শুনে এতদিন মুগ্ধ হতাম। আজ বুঝলাম, স্বপ্নে দেখা মানুষ এভাবে উপস্থিত হলে তা মোটেও মুগ্ধ হওয়ার মতো ব্যাপার না। ট্রেনের আলোয় পড়তে বেশ কষ্ট হওয়ার কথা; তারপরও মেয়েটি ব্যাগ থেকে বই বের করে পড়া শুরু করল। আমি আড়চোখে দেখলাম, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লেখা 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিচিউড'; পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার বই। প্রচ্ছদে আমার মতো একজন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, দুঃস্বপ্ন দেখছে! বইটা আমিও পড়েছি; তরুণ কুমার ঘটকের অনুবাদ 'নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ'। কলকাতা থেকে প্রতিভাস প্রকাশ করেছে। সেটির প্রচ্ছদে এমন দুঃস্বপ্নদ্রষ্টার ছবি নেই।

স্বপ্নকন্যার বান্ধবী বসেছে তার বিপরীতের চেয়ারে। তার পাশে আমাদের ডিএফ। বেচারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানে মহাপণ্ডিত হলে কী হবে, কোনো মেয়ে পাশে বসলে মহা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মেয়েটিও ডিএফ-এর মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফ্যান; তা না হলে আসার পর থেকে

গ্যাজেট নিয়ে এভাবে পড়ে থাকার কথা না। কানে হেডফোন দৌড়াচ্ছে আর হাতে মোবাইল ছুটছে; যেন মনুষ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে বসে আছে সে।

ট্যুর প্ল্যান সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত বলা শুরু করল বাবু। এর চেয়ে বেশি গোছানো কোনো ট্যুর হতে পারে না! যথারীতি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে সব ঠিক করে রেখেছে বাবু। আমরা এবারের ভ্রমণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, এমন সময় আমার পাশে বসা মেয়েটি বলে উঠল, 'আমি রেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আপনারা বুঝি সুন্দরবনে যাচ্ছেন?'

আমার পাশ থেকে হঠাৎ কথা বলায় চমকে উঠলাম। বাবু উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, সুন্দরবনে যাচ্ছি।'

রেনি বলল, 'বাহ্, চমৎকার তো! আমাদের কখনো যাওয়া হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, আমরা প্রথমবারের মতো খুলনা যাচ্ছি। কোনো প্ল্যান ছাড়াই। হঠাৎ কয়েকদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম। ও হচ্ছে আমার বন্ধু নীপা। আমরা ক্লাসমেট।'

নীপা বুঝতে পারল যে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রমানবী নড়েচড়ে বসে আমাদের দিকে তাকাল; তবে কান থেকে হেডফোন, হাত থেকে মোবাইল স্থানচ্যুত হলো না। বাবু আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। আমি বাবু, আমার পাশে ডিএফ আর ওপাশে বসেছে চিকু এবং কুক'।

নামগুলো শুনে রেনি একটু ভড়কে গেছে, সেটি তার মুখ দেখে বোঝা গেল। অন্যদিকে, যন্ত্রমানবীর এদিকে খেয়াল নেই। খানিক নীরবতার পর রেনি বলল, 'যদিও বিষয়টা ঠিক হয়নি, আপনাদের ট্যুরের পরিকল্পনা আমি পুরোটাই শুনে ফেলেছি।'

ডিএফ-এর বাস্তবিক জ্ঞান আমাদের তিন আলাভোলার মধ্যে সবচেয়ে কম। সে বলল, 'জি, এভাবে আড়ি পেতে শোনাটা ঠিক হয়নি।'

বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না, কোনো সমস্যা নেই। একসঙ্গে যেহেতু বসেছি, একজনের কথা আরেকজনের কানে যাবে— এটাই স্বাভাবিক।'

রেনি বলল, 'আপনাদের ট্যুর প্ল্যান শুনে লোভ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যদি

আপনাদের সঙ্গে যেতে পারতাম, খুব ভালো হতো! আমাদের আসলে খুলনায় পরিচিত কেউ নেই। এই একটা বিভাগ দেখা হয়নি, তাই যাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ঘুরলে মনে হয় এনজয় করতাম।'

আমি আর ডিএফ বাবুর দিকে তাকালাম কিন্তু চিকু কারও ধার ধারে না। সে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই বলল, 'বেশ তো, আপনারাও চলুন-না আমাদের সঙ্গে!'

বাবুরও এতে আপত্তি নেই বলে মনে হলো। সত্যি বলতে, চিকুর সব ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সমর্থনকারী বাবু। হাসিমুখে বাবু বলল, 'আপনারা সঙ্গে গেলে তো ভালোই হবে।'

এতক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে থাকা যন্ত্রমানবী নীপা বলল, 'এই রে, তোমরা কখন থেকে আপনি আপনি করছ! এটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। রেনি, ওরা সবাই আমাদের একই ব্যাচের। তবে ওদের যে নামগুলো বলল, সেই নামে সবাই চিনলেও ওগুলো ওদের আসল নাম না। চিকুর মেডিক্যাল সায়েন্সে নলেজ প্রচণ্ড, বাবু ম্যানেজমেন্টে এক্সপার্ট, শুনে খুশি হবে যে তুমি বইপোকা আর তোমার পাশে বসা কুক মশাই একজন লেখক, অন্যদিকে আমার পাশে কুঁকড়ে বসে আছে বিশিষ্ট সায়েন্টিস্ট ডিএফ অর্থাৎ ডমেস্টিক ফরেনার।'

আমরা সবাই হাঁ হয়ে কথা শুনছি। আমাদের প্রশ্নটাই রেনি করল, 'তুই এতসব জানলি কীভাবে?'

'এই যে, অস্ত্র আছে না?' বলে নীপা তার মোবাইল সেটটি দেখাল। বলল, 'আমি এখানে আসার পর যে সেলফিটা তুলেছি, তাতে তোমাদের সবাইকে রেখেছি। কেউ তোমাদের চেনে কি না, তা জানার জন্য সেটি পোস্ট করেছি আমাদের একটি প্রাইভেট গ্রুপে। চন্দন চিনে ফেলেছে। সে-ও তো তোমাদের সঙ্গে বুয়েটে ট্রিপল-ই তে পড়ে।'

'ও চান্দু! সে তোমার কে হয়?' বলল ডিএফ। এতক্ষণে যেন ডিএফ জড়তা কেটে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

'চান্দু না, চন্দন।' ধমকের সুরে বলল নীপা। ডিএফ কিছুটা ভড়কে আবার জড়সড়ো হয়ে বসল।

চিকু বলল, 'চন্দন ছেলেটা বেশ দুষ্টু। ওকে না চিনে উপায় আছে!'

বাবু যোগ করল, 'বললে কী সমস্যা যে সে আমাদের ফার্স্ট বয়?'

চিকু বলল, 'সেটা আলাদাভাবে বলার কী আছে? আমাদের ক্লাসের প্রত্যেকেরই ফার্স্ট হওয়ার যোগ্যতা আছে কিন্তু ইচ্ছাটা নাই। কারণ, ওসব আজাইরা মুখস্থে কারও আগ্রহ নাই।'